শিশু কাননের পরিচালিকা সমীপেষু

অনিরুদ্ধ

সম্ভবতঃ মাস দেড়েক আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দু'টি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন নিয়ে এক বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়। এক পক্ষের বক্তব্য ছিল কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশী ভাবাপন্ন এবং দেশীয় সংস্কৃতি, জাতীয়তা থেকে বিযুক্ত এবং এর উদ্দেশ্য হল একটি স্বতন্ত্র 'এলাইট' শ্রেণী তৈরী— যারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা তথা পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে কাজ করবে। তারা একথাও বলেছেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা গণমুখী নয় এবং দেশের কল্যাণ সাধনে সক্ষম শিক্ষিত দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তুলতে সক্ষম নয়। অপর পক্ষ এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধী বক্তাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। তারা বলেন যে, শিশুকাল থেকেই তাদের মানসিক বিকাশ ঘটবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কিণ্ডারগার্টেন থেকে সৎ, দেশপ্রেমিক, উপযুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মত ভবিষ্যৎ নাগরিক বেরিয়ে আসবে। উভয় পক্ষই শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান নৈরাজ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের গুরুত্বের উপর জোর দেন, বিভিন্ন শিক্ষাব্রতী ও সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত উভয় পক্ষই স্ব স্ব যুক্তির পক্ষে উপস্থাপন করেছেন।

তত্ত্বগত দিক থেকে কিণ্ডারগার্টেন-এর শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে উভয় পক্ষের বক্তব্যে কিছু ফাঁক থেকে যায়। কারণ তারা মূলতঃ এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে কীভাবে চলছে, তা বিশ্লেষণ না করে তার তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন আলোচনা। কিণ্ডারগার্টেন মানে শিশুকানন। এখানে শিশুরা বেড়ে উঠবে স্বাভাবিক পরিবেশে, শিক্ষা গ্রহণ চলবে আনন্দের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু আমাদের দেশে কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের লক্ষ্য কি এবং কেন তারা এটা করেছেন এবং ঢাকা শহরে অন্ততঃ শতাধিক কিণ্ডারগার্টেন-এর পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান ব্যবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে কোন তথ্য কোন পক্ষই সঠিকভাবে তুলে ধরেননি। কারণ, তেমন কোন তথ্য তাদের হাতের কাছে ছিল না। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তত্ত্বের দিক থেকে এটা নির্ভুল। এর বাংলা নাম 'শিশু কানন' থেকেই এটা পরিষ্কার।

তবু আমাদের ট্র্যাজেডী হল বিদেশী বইয়ের মাধ্যমে স্বদেশকে চেনা। তাই কিণ্ডারগার্টেনগুলো যার অধিকাংশ ইংলিশ মাধ্যম কিংবা কিছু বাংলা মাধ্যমে পরিচালিত কিণ্ডারগার্টেনে পাঠ্য ইংরাজী বই-এর গল্প, কবিতা, ও শিক্ষণীয় বিষয় বিদেশী সংস্কৃতির পটভূমিতে লেখা, যার সাথে স্বদেশ বাস্তবতার সামান্যতম মিল নেই। তাছাড়া একটি গুরুতর অভিযোগ কোন কোন কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে রয়েছে তারা আমাদের জাতীয় আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধ-বক্তব্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিখতে বাধ্য করছে। এ বিষয়ে পরে আসছি।

কী শিক্ষা দেওয়া হয়, তার আগে কী পরিবেশ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কিণ্ডারগার্টেনগুলোতে বিরাজ করে তার একটু খোঁজ-খবর দরকার। অধিকাংশ কিণ্ডারগার্টেন আবাসিক ভবন ভাড়া নিয়ে পরিচালনা করা হয়। একটি লাভবান ব্যবসা হিসেবে এটি পরিচালনার দিকেই তাদের মূল লক্ষ্য। দেশের শিক্ষাঙ্গন গুলোতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে নানা ধরনের গোলযোগ, হরতালের কারণে শিক্ষা লাভ বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই সচ্ছল মধ্যবিত্ত কিণ্ডারগার্টেনে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে আগ্রহী। অপরদিকে সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে পড়ছে অভিজাতহীন পরিবারের ছেলেমেয়ে। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী সরকারী প্রাথমিক স্কুলের প্রতি বিমুখ ও উদাসীন বলে সেখানে শিক্ষকরা হীনমন্যতার শিকার। এরকম অবস্থায় তাদের শিক্ষাদান প্রভাবিত হতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এগুলোকে গরীবের পাঠশালা বলা চলে। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার দিক সম্পর্কে টিভির প্রচারণার দৌলতে নতুন গড়ে ওঠা কনজুমার সোসাইটির নিকট কিণ্ডারগার্টেন একটি কার্যতঃ শিক্ষাবিপণি—শিশুকানন নয়।

অনেক কিণ্ডারগার্টেনে প্লে গ্রুপ এবং নার্সারী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেখানে খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নেই। খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে রয়েছে পড়া না করার জন্য দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা। তবে চড়ামূল্যে এই শাস্তি কেনার গৌরব তারা বহন করেন—এটা সম্ভবতঃ সান্ত্বনা। অবশ্য এ ধরনের কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা কম। চড়ামূল্যের কথা বললাম এজন্য যে প্লে গ্রুপ ও নার্সারীর ছাত্রছাত্রীদের বেতন বেশী। কিন্তু কোনরূপ খেলার সরঞ্জাম নেই। এক সেট কিনে আলমারীর শোভাবর্ধন করা হয়। অবশ্য পরবর্তী শ্রেণীগুলোতেও শিশুমনের বিকাশের কোন ব্যবস্থা নেই। বাড়ীতে শিক্ষক না রাখলে শিক্ষালাভ হবে না কোন ছাত্রছাত্রীর। ক্লাসে শুধু পড়া দেওয়া হয়, শিখানো হয়না। সুতরাং স্কুলের একগাদা বই, ডজন দেড়েক খাতা আর উচ্চ বেতন দানের জন্য অর্থ ব্যয় বাদে পরিবারের শিশু-প্রতি ২০০ থেকে ৫০০ টাকা খরচ অবধারিত। কারণ, গৃহ শিক্ষক ব্যতীত পড়া শেখানোর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

কিণ্ডারগার্টেনগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানসিকতা ও দর্শন সম্পর্কে জরিপ করার জন্য উদ্যোগ নিলে হয়তো কিণ্ডারগার্টেন-এর উদ্দেশ্য সবটা না হলেও অনেকটা সফল করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু কাজটা কে করবেন, সরকার, সমাজবিজ্ঞানী না অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। গরজ করে কারোর না কারোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের জন্য টেক্সট বুক বোর্ডের বই অবশ্য পাঠ্য। শিক্ষার শ্রেণীভেদ সত্ত্বেও একটা সমন্বিত রূপ দেওয়ার বোধ হয় একটা অক্ষম প্রচেষ্টা এটা। কারণ, এর বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কীভাবে চলবে তা কিণ্ডারগার্টেনের মালিক স্থির করেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও সেভাবে বলেন, এই মালিক অথবা প্রধান শিক্ষয়িত্রী অনেক ক্ষেত্রেই একই ব্যক্তি। কখনো বা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ কারবার। একে যথার্থ অর্থে কিণ্ডারগার্টেন না বলে কিণ্ডারগার্টেন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী বলা চলে। দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। আর বিদেশী অর্থে পরিচালিত কিণ্ডারগার্টেনের [illegible] তাদের

আদর্শ ও ভাবধারা আমাদের সমাজের উপর শ্রেণীতে অনুপ্রবেশ সফল করে তোলা।

পৃথিবীর বহু দেশে কিণ্ডারগার্টেন-এর অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাঠ্য বিষয় স্বদেশের কাহিনী, প্রকৃতি, মানুষ ও পরিবেশ এবং আপন সমাজ। সামগ্রিক অর্থে আমাদের দেশে তেমন কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কাজ করে না ইংরেজী পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে। তাই সেপ্টেম্বর মাসকে বাংলাদেশে সামার (গ্রীষ্ম) ঋতু বলে পরিচয় দেওয়া হয়। পড়ানো হয় হামটি, ডামটি। ছেলে-মেয়ের নাম জ্যাক জিল।

এই উদাহরণ দিয়ে 'বাংলাদেশী' সংস্কৃতি রসাতলে গেল বলে কেউ আক্ষেপ করেন না। তাদের আক্ষেপ ও ক্ষোভ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে 'ভবন' বলা হয় কেন, কেন 'ইমারত' বলা হয় না। কেন সেন বংশ, পাল বংশের ইতিহাস পড়ানো হয় ইত্যাদি অজস্র অভিযোগ।

কিণ্ডারগার্টেনগুলো যদি শিক্ষাদান কাজটা এভাবে চালায় তা হলে এ নিয়ে কেউ কথা বলেন না কেন, বরং বিরোধিতার পর নিজের ছেলে-মেয়ে সেখানে পাঠানো হয় কেন? এই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন কেউ তুলতে পারেন। বেশীর ভাগ অভিভাবক দেখেন শিক্ষার বিপুল ব্যবস্থা। সাধারণ জ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞান পরিবেশ সংক্রান্ত বইয়ের সমাহার। সুতরাং তারাও রোমাঞ্চিত।

আমিও রোমাঞ্চিত হয়েছি একটি কিণ্ডারগার্টেনে পাঠ্য 'এ বুক অব জেনারেল নলেজ' (২য় খণ্ড) হাতে নিয়ে। সেখানে দ্য সান ইজ বেগার (বিগার না) দ্যান দ্য মুন। বলবেন ও-তো মুদ্রণ প্রমাদ। পাতায় পাতায় অজস্র মুদ্রণ প্রমাদ এযুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। তবে সাধারণ অজ্ঞানতা প্রসারের আয়োজন কি? ইংরাজীতে লিখিত এবইটি তারই নজীর। আশুগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ভেড়ামারা, ভোলা ইত্যাদির ভুল বানানের ছড়াছড়ি। জনৈক মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর লেখক। তার নামের বানানটাও ভুল দেখে মনে হয় হয়তো একটি কল্পিত নাম। কিংবা গোবর্ধন সান্যাল সেকেলে নাম মনে করে কেউ যদি এই পিতৃ প্রদত্ত নাম পাল্টিয়ে গ্যাবোর্ডিন স্যানিয়েল করে, তবে টেমসের তীরে বাসস্থান সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তেমনটিও হতে পারে।

নেদারল্যাণ্ডের রাজধানী হল আমষ্টার্ডাম এই জ্ঞানের বইটিতে— দি হেগ নয়। আবার একটু পরেই হল্যাণ্ড নামক দেশটির রাজধানীও লেখা হয়েছে আমষ্টার্ডাম। ছাত্র জানবেনা যে, নেদারল্যাণ্ড হল্যাণ্ডেরই অপর একটি নাম। লেখকও জানেন না। ৩৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে শ' খানেক বানান ভুল। সবটা মুদ্রণ প্রমাদ কি? কিন্তু যে কিণ্ডারগার্টেনে এটি পাঠ্য করা হয়েছে, তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এ ভুল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু বলেন নি, বহু আবিষ্কারকের নাম ভুল দেওয়া হয়েছে। এ্যারোপ্লেনের আবিষ্কারকের নাম দেওয়া হয়েছে গেফার্ড, নিউট্রন (বানান ভুল)-এর আবিষ্কারক চাডউইক (বানান ভুল)। এরকম অজস্র ভুল রয়েছে। বইটি স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সাধারণ জ্ঞানের এই বইটি পাঠ্য করার সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কিংবা অপর কোন শিক্ষক খুটিয়ে বইটি দেখেননি। বছরের ৭ মাস চলে গেছে। কিন্তু এই বইয়ে ভুল শিক্ষা দিয়া 'সাধারণ অজ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থাটা তাদের অজ্ঞাতেই' রয়ে যাচ্ছে। এটাকে কী বলা যাবে, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা কিংবা অন্য কিছু? বেশী অর্থ ব্যয়ে অধিক অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা কেনা হচ্ছে।

ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট বই থেকে রচনা (essay) মুখস্থ করতে বলা হয়। রচনা লেখার পদ্ধতি এবং নিজে লেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি নেই।

তাই বলেছিলাম 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষা নিয়ে যে আলোচনা তাতে এদেশে এই শিক্ষাপদ্ধতি আদৌ অনুসৃত হচ্ছে কিনা সে কথাটা উঠে আসেনি। এসেছে এই শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতার দিকটি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার যে সমস্যা। আসলে সেই সমস্যাটা কিণ্ডারগার্টেন-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনে দেখা দিয়েছে।

এসব থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে না যে, কিণ্ডারগার্টেনে লেখাপড়া শেখানো মোটেই হয়না। প্রথমতঃ কিণ্ডারগার্টেনে ইংরেজী পাঠক্রমে বিদেশী ভাবধারা এবং ইংল্যাণ্ডের পরিবেশের বর্ণনা সত্ত্বেও এসব বইয়ে ইংরেজী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এগুলোতে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি নজর দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা হয়।

এই ইতিবাচক দিকগুলোর জন্য কিণ্ডারগার্টেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিস্থিতির পটভূমিতে অভিভাবকদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে।

উপরে যে ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলা হল, তার কারণ এসব কিণ্ডারগার্টেন বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগে চালিত হয় বলে কোনরূপ সমন্বয়ধর্মী চেহারা স্পষ্ট নয়। একটি কিণ্ডারগার্টেনে যে ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, অপর একটি তা ঠিক একই ধরনের থাকে না। সুতরাং কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে বিরূপতার মূল কারণ অন্যত্র নিহিত। তা হল শিক্ষালাভের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রাথমিক শিক্ষা। এখান থেকে একটি ছাত্রের জীবনের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। সেখানে দেশ ও সমাজ-বিযুক্ত চিন্তাধারা প্রাধান্য পায়। বিশেষতঃ বিদেশী অর্থে পরিচালিত কিণ্ডারগার্টেনগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। তার উদ্দেশ্য হল এমন এক 'এলাইট' শ্রেণীর ভবিষ্যৎ নাগরিক এখান থেকে তৈরী করা, যারা দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবজ্ঞা পোষণ না করলেও যেন উদাসীন থাকে।

তারপর এদের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে দেশের ভাগ্য নিয়ন্তাদের একটা অংশ। স্বাভাবিকভাবে তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠে বলে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ, ক্ষমতা ও অর্থ এদের মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। টিভিতে আলোচনা ক্ষেত্রে এদিকটায় জোর পড়েনি। শুধু দেশে যারা এটাকে অপর পাঁচটি ব্যবসার মত অর্থকরী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যটাকে বড় করে দেখা হয়েছে। অর্থকরী দিকটি সত্ত্বেও যদি নির্ভুল শিক্ষাদানের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে সঞ্চারিত করা না হয়, তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এদের অবদান দাঁড়াবে অকিঞ্চিৎকর।

শিশুকাননের পরিচালিকাগণ একথা কী কখনো ভেবে দেখেছেন?